



318864 - কুরআন দহৈকি ও আত্মকি রোগে নরিময়ক এর সপক্ষে প্রমাণ

প্রশ্ন

আপনারা এক ফতোয়ায় সাব্যস্ত করছেন যে, কুরআনে দহৈকি ও আত্মকি রোগে চিকিৎসা রয়েছে। এর দলীল কী? টাক মাথার চিকিৎসায় কীভাবে কুরআনকে ব্যবহার করা যায়? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কুরআন নরিময়ক; যমেনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“আমি কুরআনে এমন বশিয় নাযলি করি যা মুমনিদের জন্য নরিময়ক ও অনুগ্রহ। আর তা যালমেদের শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।”[সূরা ইসরা: ৮২]

এই বক্তব্য দহৈকি ও আত্মকি সব রোগকে অন্তর্ভুক্ত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজি নজিরে উপর ও নজি পরিবারে অসুস্থ ব্যক্তিদের উপর ‘মু’আওয়যাত’ (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পড়তেন। যদি এটি উপকারী না হত তাহলে তিনি তা করতেন না।

মুসলমি (২১৯২) বর্ণনা করেন: আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ হতেন তখন তিনি ‘মু’আওয়যাত’ পড়ে নজিরে উপর ফুক দতিনে। যখন তাঁর রোগ তীব্র আকার ধারণ করল তখন আমি (সূরা) পড়তাম এবং তাঁর বদলে আমি বরকতের জন্য তাঁর হাত দিয়ে তাঁকে মুছতাম।

মুসলমি (২১৯২) বর্ণনা করেন: আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণতি, তিনি বলেন: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের কউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি ‘মু’আওয়যাত’ সূরাগুলো পড়ে তাকে ফুক দতিনে। পরবর্তীতে তিনি যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলেন তখন আমি তাকে ফুক দতিম এবং তাঁর হাত দিয়ে তাঁর দহে মুছতাম। কনেনা আমার হাতের তুলনায় তাঁর হাত অধিক বরকতপূর্ণ।’

ইবনে হিব্বান (৬০৯৮) বর্ণনা করেন: আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করছেন: একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে প্রবেশে করলেন। ঐ সময় একজন নারী তার (আয়শার) চকিৎসা করছিলি কথিবা তাকে ঝাড়ফুক করছিলি। তিনি ঐ নারীকে বললেন: “তুমি আল্লাহর কতিব দিয়ে তার চকিৎসা করো।”

ইবনুল কাইয়মি রাহমিহুল্লাহ বলেন: “আল্লাহ তা’আলা বলেন: “আমি কুরআন নাযলি করি যা মুমনিদের জন্য নরিময়ক ও অনুগ্রহ।”[সূরা ইসরা: ৮২] সঠিক মতানুসারে আয়াতের مِن শব্দটি "জাত" বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে; "অংশ বশিষে" বুঝাতে ব্যবহৃত হয়নি। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ

“হে লোকেরো! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে উপদেশবাণী এবং অন্তররে ব্যাধির নরিময়ক এসছে।”

সুতরাং কুরআন সকল প্রকার আন্তরিকি ও দহৈকি এবং ইহলটৌকিকি ও পারলটৌকিকি রোগেরে চকিৎসা।

তবে সবাই কুরআন দিয়ে চকিৎসা গ্রহণেরে উপযুক্ত হয়ে ওঠে না এবং সবার সেই তাওফকি হয় না।

অসুস্থ ব্যক্তি যদি যথাযথভাবে এর মাধ্যমে চকিৎসা গ্রহণ করতে পারে এবং আন্তরকিতা, ঈমান, পূর্ণভাবে গ্রহণ, দৃঢ় বশ্বাসেরে সাথে এবং অন্য শরতগুলো পূর্ণ করে নিজেরে রোগেরে নরিময়ক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে তাহলে কোন রোগ কখনো কুরআনের সাথে পরে উঠবে না।

রোগ কী করে আসমান-যমীনরে রবেরে বাণীর সাথে লড়াই করবে!! যে বাণী পাহাড়েরে উপর নাযলি হল পাাহাড়কে বদীর্ণ করে ফলেত কথিবা যমীনরে উপর নাযলি করা হল জমনিকে খণ্ডবখিণ্ড করে ফলেত!

অন্তর ও দহেরে যে কোনো রোগেরে ঔষধেরে, রোগেরে কারণেরে এবং রোগ থেকে সুরক্ষার নরিদশেনা রয়েছে কুরআন; তবে যাকে আল্লাহ কুরআন বুঝার তাওফকি দিয়েছেন তার জন্য।”[যাদুল মা’আদ (৪/৩২২) থেকে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়মি রাহমিহুল্লাহ যাদুল মা’আদ (৪/২২) গ্রন্থে বলেন: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তনিভাবে রোগেরে চকিৎসা করতেন:

এক: প্রাকৃতিকি ঔষধেরে মাধ্যমে।

দুই: ঐশী ঔষধেরে মাধ্যমে।

তনি: উভয়টির সমন্বয়ে।”[সমাপ্ত]

এরপর তিনি বলেন (৪/১৬২): ‘সর্বপরে দংশনে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সূরা ফাতহির মাধ্যমে রুকইয়া করানোর ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ সংক্রান্ত অধ্যায়।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলমি আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একদল সাহাবী কোন এক সফরে বেরিয়েছিলেন। তারা এক বদেউঈন পল্লীতে তাদের মহেমান হতে চাইলেন। কিন্তু বদেউঈনরা তাদের মহেমানদারি করতে অস্বীকার করল। ঐ পল্লীর সরদারকে কোনো কষ্টে কামড় দিয়ে। পল্লীর লোকেরা তার (আরোগ্যের) জন্য সব ধরনের চেষ্টা করে। কিন্তু কষ্টেই কোন উপকার হয় না! তখন তাদের কণ্ঠে একজন বলল: ‘যে কাফলো এখানে তাঁবু গড়েছে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে হস্ত তাদরে কারো কাছে কষ্টে জানা থাকতে পারে।’ তখন তারা কাফলার কাছে গিয়ে বলল: ‘হে যাত্রীদল! আমাদের সরদারকে কোনকষ্টে দংশন করছে, আমরা সব রকমের চেষ্টা করছি, কিন্তু কষ্টেই উপকার হচ্ছে না, তোমাদের কারো কাছে কষ্টে জানা আছে কী?’ তাদের (সাহাবীদের) একজন বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহর কসম আমি রুকইয়া (ঝাড়-ফুক) করতে পারি। আমরা তোমাদের কাছে মহেমানদারি কামনা করছিলাম; কিন্তু তোমরা আমাদের জন্য মহেমানদারি করেনি। কাজেই আমি রুকইয়া করব না যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ কর। তখন তারা একপাল বকরী দায়ের শর্তে রুকইয়া করতে চুক্তিবিদ্ধ হল। তারপর তিনি গিয়ে **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** “আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন” (সূরা ফাতহা) পড়ে তার উপর ফুক দিতে লাগলেন। ফলে সে (এমনভাবে নরিময় হল) যেন বন্ধন হতে মুক্ত হল এবং সে এমনভাবে চলতে লাগল যেন তার কোন কষ্টই ছিল না। (বর্ণনাকারী বলেন:) তারপর তারা তাদের চুক্তিকৃত পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। তখন কাফলার কণ্ঠে কণ্ঠে বললেন: বকরীগুলো বণ্টন করে দাও। কিন্তু যিনি রুকইয়া করছিলেন তিনি বললেন: এখন বণ্টন করবে না। আগে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে এই ঘটনা জানাই এবং দেখি যে, তিনি আমাদের কী নির্দেশ দেন। তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বললেন, “তুমি কিভাবে জানলে যে, সূরা ফাতহা একটি রুকযির দু’আ?” তারপর বললেন: তোমরা ঠকিই করছে। তোমরা বকরীগুলো বণ্টন করো এবং তোমাদের সাথে আমাকওে একটা ভাগ দিও।”

ইবনে মাজাহ ‘সুনান’ গ্রন্থে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “সর্বোত্তম ঔষধ হচ্ছে কুরআন।”

এটি জ্ঞাত বিষয় যে কষ্টে কথার বিশেষত্ব ও পরীক্ষিত উপকার রয়েছে, তাহলে জগতসমূহের প্রভুর কথার ক্ষেত্রে কী ধারণা হওয়া উচিত?! সৃষ্টির উপর যখন আল্লাহর মর্যাদা তমেনি সকল কথার উপর তাঁর কথার মর্যাদা। যে বাণী হচ্ছে পরিশূরণ নরিময়ক, উপকারী সুরক্ষা, দকি-নির্দেশক আলো ও ব্যাপক অনুগ্রহ, যে বাণী কোনো পাহাড়ের উপর নাযিল হলে সে বাণীর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্টত্বের কারণে পাহাড় খণ্ড-খণ্ড হয়ে যতে।

আল্লাহ তা’আলা বলেন: **وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ** “আমি এমন কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য

নরিময়ক ও অনুগ্রহ।”[সূরা ইসরা: ৮২] এ আয়াতে مِنْ শব্দটি "জাত" বোঝানোর জন্য; "কছু" বোঝানোর জন্য নয়। এটি দুটো অভিমতের মাঝে বশিদ্ধতম মত। যার উদাহরণ পাই আমরা (সাহাবীদরে প্রসঙ্গগে) আল্লাহ তাআলার নমিনোকত বাণীতে: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا “(তাদের মধ্যে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও এক মহান পুরস্কারের (জান্নাতের) প্রতশ্রুতি দিয়েছেন।”[সূরা ফাতহ: ২৯] এখানে مَنْ (তাদের মধ্যে) দ্বারা "কছু" সাহাবী বোঝানো উদ্দেশ্য নয়; কারণ সাহাবীরা তো সবাই ঈমান এনেছে ও নকে কাজ করছে।

সুতরাং সূরা ফাতহির ব্যাপারে কী ধারণা হতে পারে!! যার অনুরূপ কোনও কছু না কুরআনে, না তাওরাত, না ইঞ্জিলি আর না যাবুরে আল্লাহ নাযলি করছেন। যে ফাতহি আল্লাহর কতিবেরে সব মরমকতে ধারণ করে আছে। যাতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার মটলকি ও সামগ্রিকি অর্থবোধক নামসমূহ। সেই নামগুলো হচ্ছে: الله (আল্লাহ), الرب (রব্ব), الرحمن (আর-রহমান)। যাতে রয়েছে পরকালকে সাব্যস্তকরণ, দুই প্রকার তাওহীদ তথা তাওহীদে রুবুবিয়াহ (প্রভুতবে এককত্ব) ও তাওহীদে উলূহুবিয়াহ (উপাসনায় এককত্ব)। যাতে রয়েছে সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে নজিরে অসহায়ত্ব প্রকাশ, হদোয়াত প্রার্থনা করা এবং এক আল্লাহকে এর জন্য নরিদযিট করা।”

এক পর্যায়ে তিনি বলেন: “মক্কায় থাকাকালীন আমি একবার অসুস্থ হয়েছিলাম। কোনও চিকিৎসক ও ঔষধ পাচ্ছিলাম না। তখন আমি এই সূরা দিয়ে নজিরে চিকিৎসা করছিলাম। একটুখানি যমযম পানিনিয়ি তাতে বেশে কয়কে বার সূরা ফাতহি পড়ে পান করতাম। এর মাধ্যমে আমি পূর্ণ আরোগ্য লাভ করি। পরবর্তীতে অনেকে ব্যথা-বদেনার ক্ষেত্রে আমি এর উপর নরিভর করতে লাগলাম এবং এর দ্বারা ব্যাপক উপকৃত হলাম।”[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আল্লাহ তা’আলা এমন কোনও রোগে নাযলি করেননি যার কোনও ঔষধ তিনি নাযলি করেননি। কটে সে ঔষধ জানে, আর কটে সে ঔষধ জানে না। মহান আল্লাহ তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে প্রতিযে কুরআন-সুন্নাহ অবতীর্ণ করছেন তাতে মানুষেরে যত সব রোগেরে অভিযোগ করে সকল দৈহিক ও আত্মিক রোগেরে চিকিৎসা রেখেছেন। আল্লাহ এর মাধ্যমে তার বান্দাদের উপকার করছেন। এর মাধ্যমে এমন কল্যাণ সাধিত হয়েছে যার পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কটে জানে না।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়া ইবনে বায (৩/৪৫৩)]

দুই:

কুরআনের মাধ্যমে শারীরিক রোগেরে চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরীক্ষতি একটি নিমুনা হচ্ছে: কুরআনের কছু আয়াত একটি কাগজে লখি সেটিকে পানিতে রেখে তারপর সেই পানির মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করা।

ইবনুল কাইয়মি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘সালাফদেরে একদল কুরআনের কছু অংশ লখি তা পান করার ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছেন। তারা মনে করেন যে, এটি কুরআনে আল্লাহ প্রদত্ত নরিময়রে অন্তর্ভুক্ত।



সন্তান প্রসবে কাঠনিযরে চকিৎসার জন্য একটি পরিস্কার পাত্র লেখিবে:

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ * وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ * وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ * وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

“যখন আসমান বদীর্ণ হব ও তার প্রভুর আদেশে পালন করবে এবং তাকে এটা করতাই হব। আর যখন যমীনকে প্রসারিত করা হব এবং সে তার ভেতরের সবকিছু বরে করে দিয়ে শূন্য হয়ে যাবে ও তার প্রভুর আদেশে পালন করবে এবং এটা তাকে করতাই হব।” [সূরা ইনশাক্বাক, আয়াত: ১-৫] তারপর প্রসূতিনারী তা পান করবে এবং তার শরীরের উপর ছটিয়ে দেওয়া হবে।

নাকরে রক্তক্ষরণে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য লখিন:

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িয়া রাহমাহুল্লাহ তার কপালে লখি দতিনে:

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ

“এরপর বলা হলো: হে পৃথিবী! তুমার পানি গলি ফলে, আর হে আকাশ! (বর্ষণ) বন্ধ করো। অতঃপর পানি শুকিয়ে গলে, (নূহের সম্প্রদায়ের কাফরেদের ডুবিয়ে মারার) কাজ সম্পন্ন হলো এবং জাহাজ জুদী পাহাড়ে গিয়ে ঠকেল।” [সূরা হুদ, আয়াত: ৪৪] আমি তাকে বলতে শুনছি: আমি একাধিক ব্যক্তিকে এটি লখি দেওয়ার পরে তারা সুস্থ হয়েছে। তারপর তিনি বলেন: তবে নাকরে রক্তক্ষরণে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত দিয়ে এটি লখো যাবে না; যমেনটি অজ্ঞেয়া এটি করে থাকে। কারণ রক্ত নাপাক। নাপাক দিয়ে আল্লাহর বাণী লখো জায়যে নই।

দাঁত ব্যথার জন্য লখিন: যে গালরে পাশে ব্যথা সেখান লখিবে: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (বসিমল্লাহরি রাহমানরি রহীম):

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“বলুন, তিনিহি তুমাদরেক সৃষ্টি করছেন এবং তুমাদরেক কান, চোখ ও অন্তর দিচ্ছেন। তুমরা কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।” [সূরা মুমিনীন, আয়াত: ৭৮]

অথবা চাইলে লখিবে:

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“রাত ও দিনে যা কিছু থাকে তা তাঁরই। তিনিহি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।” [সূরা আনআম, আয়াত: ১৩]



গজিয়ে ওঠা ফোঁড়ার জন্য লখিন: ফোঁড়ার উপর লখো হবে:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا * لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

“তারা তোমার কাছে পাহাড়-পর্বত সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। তুমি বলো: আমার রব সগেলোককে বসিফোরতি করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দবিনে। তারপর সগেলোককে তৃণবহীন সমতলভূমি করে রাখবনে। তাতে তুমি কোনও বক্রতা বা অসমতা দেখবে না।” [সূরা ত্বহা, আয়াত: ১০৫-১০৭] [যাদুল মা’আদ (৪/৩২৭-৩২৯) থেকে সমাপ্ত]

তনি:

আমরা কুরআনে টাক মাথার কোনও চকিৎসা পাইনি। কিন্তু ইতঃপূর্বে যমেনটি উল্লেখ হয়েছে যে কুরআনই নরিাময়ক, যদি দৃঢ়বিশ্বাসরে সাথে আল্লাহর কাছে নর্ষিঠাভরে কটে আশ্রয় চায়। তারপর সুস্থতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনরে ইচ্ছা এবং নর্ষিধারণ অনুসারে হবে; যমেনটি মানুষরে ব্যবহার্য অন্য সকল বস্তুগত ঔষধরে ক্ষত্রে ঘটে থাকে। মানুষ অভজ্ঞিঃ ডাক্তাররে পরামর্শ অনুযায়ী কত কত বস্তুগত ঔষধরে মাধ্যমে চকিৎসা নিয়ে, তারপরও সে সুস্থ হয় না। তাই বলে কি এই ঔষধ চকিৎসার মাধ্যম হতে কোনও বাধা আছে? কথিবা এ কারণে কি ডাক্তাররে জ্ঞানরে ব্যাপারে আপত্তিকরার কোন সুযোগ আছে?!

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।